মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন করে কৃষকদের বাজিমাত

মেহেরপুরে আগাম জাতের গ্রীষ্মকালীন নাসিক জাতের পেঁয়াজ চাষে সফলতা পেয়েছেন কৃষক। এবছর জেলাজুড়ে দুই হাজার হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে। পেঁয়াজের জমিতে সাথি ফসল হিসেবে মুলা ও পালংশাক আবাদ করে অল্প খরচে বেশি লাভ করছেন।

নতুন পেঁয়াজ বাজারে উঠতে শুরু করায় ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকা কম দামে ক্রতারা পেঁয়াজ কিনতে পারছেন।

কৃষকরা বলছেন ভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি না হলে এবং ন্যায্য দাম পেলে লাভবান হবেন তারা। আর কৃষি বিভাগ বলছেন, গ্রীষ্মকালীন আগাম জাতের পেঁযাজ বাজারে উঠতে শুরু করেছে। খুব শিঘ্রই নতুন পেঁয়াজে দাম সাশ্রয় হবে। মেহেরপুর একটি সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুরের মাঠ জুড়ে গ্রীষ্মকালীন নাসিক-৫৩ জাতের পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে। এযেন সবুজের সমারোহ। গেল বছর পেঁয়াজের ভালদাম পেয়ে এবছরে আগাম জাতের গ্রীষ্মকালিন পেঁয়াজ আবাদ করেন অধিকাংশ কৃষক। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে পেঁয়াজ চারা রোপন করে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বাজারে উঠতে শুরু করেছে। প্রতিবিঘা জমিতে ৬০ থেকে ৬৫ মন পেঁয়াজ হবে বলে আশা কৃষকদের। বর্তমান বাজারমুল্য পেলে খরচের তিনগুণ টাকা লাভ হবে এমন প্রত্যাশা কৃষকদের।

জেলা কৃষি অফিসের ডেভেলপমেন্ট কর্মকর্তা আশরাফুন্নেসা জানান, মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলা বিভিন্ন মাঠে এবছর নাসিক ৫৩ জাতের পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে প্রায় ২ হাজার হেক্টর জমিতে। উক্ত জমিতে পেঁয়াজ উৎপাদন হবে প্রায় ৪৮ হাজার ২০০ টন । এক কাঠা জমিতে সাড়ে তিন থেকে ৪ মন পেঁয়াজ উৎপাদন হওয়ার আশা চাষিদের। যা জেলার চাহিদার প্রায় তিনগুন। জেলার মানুষের চাহিদা পুরুন করে বাকি পেঁয়াজ যাবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বৃহত্তম জেলায়।

কৃষকদের পেঁয়াজের চাষে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা করছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন।

গাংনীর জুগিন্দা গ্রামের পেঁয়াজ চাষি সাহারুল ইসলাম, ফয়েজ উদদীন, আব্দুল কাদের বলেন, আমরা এর আগে কখনও গ্রীষ্মকালীন নাসিক- ৫৩ জাতের পেঁয়াজের আবাদ করিনি। স্থানীয় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ

সমিতির কৃষি অফিসারের পরামর্শ পেয়ে এবছর গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ করতে বিনামূল্যে সার,বীজ,জমি প্রস্ততকরনের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করেছিলেন। পেঁয়াজ অনেক ভাল হয়েছে। ফলনও ভাল হচ্ছে। বাজারে নতুন পেঁয়াজের চাহিদা বেশি। পাইকারি ব্যবসায়ীরা জমি থেকে পেঁয়াজ কিনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতি কেজি পেঁয়াজ পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ৮৫ টাকা থেকে ৯০ টাকা কেজি।

আমাদের জেলায় কমবেশি বিভিন্ন জাতের পেঁয়াজ আবাদ হয়। গেলবছর দুএকজন কৃষক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ করে লাভবান হয়। এবছর পেঁয়াজের আবাদে ঝুকেছেন অনেক কৃষক। একই সাথে পেঁয়াজের জমিতে সাথি ফসল হিসেবে মুলা ও পালং শাক আবাদ করেছেন চাষিরা।

মুজিবনগর গ্রামের কৃষক আক্কাস আলি ও মুক্তার মুনসি বলেন, এক বিঘা জমিতে দুই কেজি পেঁয়াজের বীজ বপন করতে হয়। প্রতি কেজি পেঁয়াজের বীজের দাম ২ হাজার টাকা। আমাদের পেঁয়াজের বীজ,সারসহ বিভিন্ন উপকরণ বিনামূল্যে প্রদান করে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি। পেঁয়াজের সাথে সাথি ফসল হিসেবে মুলা ও পালংশাকের বীজ বপন করেছিলাম। দুই সপ্তাহ পর মুলা ও পালংশাক বিক্রি করে ভাল টাকা আয় হয়েছে।

সদর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের কৃষক আব্দুল আলীম বলেন,গেল বছর দশ কাঠা জমিতে পেঁয়াজের আবাদ করে ৩০ হাজার টাকা লাভ হয়েছিল। এবছর দেড় বিঘা জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ করেছি। একই জমিতে লালশাকের বীজ বুনে ছিলাম। লালশাক আগে বিক্রি করেছি। এখন পেঁয়াজ বিক্রি করছি। দাম ভাল পাচ্ছি। বিক্রি শেষে খরচের দেড়গুণ টাকা লাভের আশা আছে।

পিএসকেএস এর কৃষি কর্মকর্তা জুয়েল বিশ্নাস বলেন, সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কৃষি খাতের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে অনেক কৃষকদের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ করতে প্রদর্শনী দেয়া হয়। পেঁয়াজের আবাদ অনেক ভাল হয়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: ইমরান হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলার মাটিতে সব ধরনের আবাদ হয়। জেলার আবহাওয়া সব আবাদের উপযোগী। পেঁয়াজের আবাদের জন্য জেলার খ্যাতি রয়েছে। গ্রীষ্মকালীন নাসিক- ৫৩ জাতের পেঁয়াজ এবছে অনেক ভাল হয়েছে। বাজার নতুন এই পেঁয়াজ উঠতে শুরু করায় পেঁয়াজের দাম এখন ক্রেতাদের নাগালে। আমরা সব কৃষকদের সহযোগীতা অব্যাহত রেখেছি, পাশাপাশি

স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা পিএসকেএস কৃষকদের চাষাবাদে নানা ধরনের সহযোগীতা করে কৃষিকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

গাংনীতে ফসল ও গাছ কেটে জমি দখলের অভিযোগ

জুলাই আগস্ট অভ্যুত্থানের পর খাল-বিল জমিসহ নানধরনের দখলদারিত্বের কবলে সাধারণ মানুষ। তারই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুর সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ খসরু ইসলামকে হুমকি প্রদান, তার নিজ জমির গাছ-খড় ও ফসল কেটে জমি দখল করেছে কিছু দূর্বৃত্ত ভূমিদস্যু। এ বিষয়ে তিনি একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সেনা কমান্ডার যৌথ বাহিনী মেহেরপুর ব্যাটেলিয়নে।

অভিযোগ পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে ২৬ নম্বর মৌজায় ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত আমার ছয় ভাই বোনসহ অপর আরো কয়েকজনের তপশীলভুক্ত জমিতে প্রায় এক লক্ষ টাকার খড় এবং এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বনজ গাছ কেটে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এখন তারা আমাদের উক্ত জমিতে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক হুমকিও দিচ্ছে। গত ১৪-১১-২০২৪ তারিখে তারা নালিশী জমিতে জোর করে লাঙ্গল দিয়েছে। ইতিপূর্বে থানা পুলিশ প্রশাসনের কাছে লিখিত অঙ্গীকার দিয়েছিল তারা আমাদের জমিতে কখনো যাবে না। আমাদের বাড়ি থেকে জমির দুরত্ব প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় আমাদেরকে অসহায় ও দুর্বল ভেবে জমিটা গ্রাস করার জন্য তারা উঠেপড়ে লেগেছে। জমির সাথে এই সমস্ত দখলদার দুর্বৃত্তদের কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা নেই বা পূর্বেও ছিল না। তাদের সাথে কোন প্রকার মামলাও নেই। অথচ তারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জোর পূর্বক জমি দখল করতে চাই। জমির তপশীল ও পরিমাণ উল্লেখ করেন – মৌজা ২৬ নং রামনগর, খতিয়ান নম্বর আরএস ১৭২,১৭৩,৩৫২,১২৮৩, দাগ নম্বর ২৯৫৬,৩২৭১,২৯৫৮,২৯৫৬,৩১৫৮ এবং জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৪.৫৯ একর, ০.০৮ একর, ০.৩৬ একর, ০. ১৮ একর।

জমিগুলো আসামিদের কবল থেকে মুক্ত করে দিতে সেনা কমান্ডার বরাবর

আবেদন করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মো. খসরু ইসলাম।

জমির মালিক মো. হারেজ উদ্দিন পিতা মৃত হুজুর আলী সাং গাড়াডোব, থানা গাংনী, জেলা মেহেরপুর। জমির পরিমাণ ০৯.১৪ একর। হারেজ উদ্দিন ২০১৮ সলে মৃত্যুবরণ করলে ছেলে খসরু ইসলামসহ হারেজ উদ্দিনের ছয় সন্তান জমির উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হন।

জমির কাগজপত্র ও দলিলাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় – এটি ছিল মূলত বিনিময় সম্পত্তি। গাংনী থানার বামুন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে মৃত আব্দুর রহমান এবং ওনার প্রতিপক্ষ মৃত আবু বকর কারিকর নিজেদের স্বত্ব দাবী করে আলাদা আলাদাভাবে তৎকালীন কুষ্টিয়ার ডিসি’র কাছে বিনিময় দলিল পেশ করেন। দুটি দলিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডিসি সরজমিনে তদন্ত করে আবু বকর কারিকরের দলিল বাতিল করে দেন এবং আব্দুর রহমানের দলিল গ্রহণ করেন ও এর সত্যতার সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ১৮,০৩,১৯৭৭ তারিখে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিনিময় নিশ্চিতকরণ ও সত্যতার সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ০৮,০৪ ১৯৭৭ তারিখে কুষ্টিয়া ডিসি আব্দুর রহমানের অনুকুলে রেজিস্ট্রি দলিল করে দেন। দলিল নম্বর ৩৯১১। তৎকালীন কুষ্টিয়া ডিসি কর্তৃক দলিল রেজিস্ট্রি দেন যার বিনিময় মিস কেস নম্বও ১০৫(সিএল)৬৬-৬৭।

আবু বকর কারিকর এই দলিলকে চ্যালেঞ্জ করে মেহেরপুর সাব- জজ কোর্টে মামলা করেন ১৯৯৪ সালে। এ মামলায় পরাজিত হয়ে ৯৬ সালে মেহেরপুর জজকোর্টে আপীল করেন। আপীল নম্বর ১৯/১৯৯৬। ২৬/১/২০০৬ তারিখে জেলা জজ, মেহেরপুর কর্তৃক আপীলের চুড়ান্ত রায়ে আবু বকর কারিকর পরাজিত হন। পরবর্তিতে এই জমি নিয়ে আর কোন মামলা মোকদ্দমা হয়নি।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব মেহেরপুরের অফিসে জমির কাগজপত্র সাবমিট করলে তিনি ২৬/৭/২০১১ তারিখে খাজনা প্রদানের আদেশ দেন। এরপর ১৯৬২ সাল থেকে খাজনা আপ-টু-ডেট করা হয়। বর্তমানে ওয়ারিশগণ খারিজের জন্য অনলাইনে আবেদন খরেছেন এবং তা প্রক্রিয়াধীন আছে।

জমির মালিকের বসবাসের বাড়ি থেকে জমিটি বিশ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় বারবার দখলকারীদের রোষানলে পড়তে হয় মালিকদের। দখলকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট গাংনী থানায় নালিশ করলে ওসি বিষয়টি আমলে নিয়ে তাদের থানাতে হাজির হতে বলে। গত ১০/১০/২০১৮ তারিখে দখলকারী ১৭ জন থানায় হাজির হয়। উভয়ের উপস্থিতিতে আলোচনা শেষে ১৭ জন দখলকারী এই মর্মে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে যে, ভবিষ্যতে আর কখনো জমির

উপর যাবে না। তিন’শ টাকার স্ট্যাম্পে এই সমঝোতা স্বাক্ষর হয়। এছাড়াও কোন এক সময় এই দখলকারীরা ইউএনও গাংনী বরাবর একটি আবেদন করেছিল এই জমিটি সরকারি খাসজমি তাই আমরা লিজ নিতে চাই বোলে। কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইউএনও গাংনী জমির মালিকানা নিশ্চিত করে এবং তাদের দাবী অগ্রাহ্য করে পত্র প্রেরণ করেন। যার স্মারক নং- ০৫.৪৪.৫৭৪৭.০০০.০৪.০১৭.১৯-৮৮৫, তারিখ- ১১/০৭/২০১৯।

কাগজ-পত্র পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় দখলদারদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারায় মামলা করেন জমির মালিক হারেজ উদ্দিন। সেই মামলাতেও ০৬/০৪/২০১৬ তারিখে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেহেরপুর হারেজ উদ্দিনের পক্ষে রায় ঘোষণা করে। যার মামলা নম্বর- ১৯৬/১৫ (৫২/১২)। উল্লেখ্য রামনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এই জমি থেকে হারেজ উদ্দিন ০৭ শতক জমি রেজিস্ট্রি করে দেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যাদের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ আনা হচ্ছে, মামলা করা হচ্ছে তাদের সাথে এই জমির কোনোই সংশ্লিষ্টতা নেই। এদের সাথে জমি নিয়ে কোনোদিন মামলা ছিল না। এরা সম্পুর্নভাবে তৃতীয় পক্ষ যারা রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে জমিগুলো জোর দখল করতে চায়। সাম্প্রতিক সময়ে জোর করে এই জমির উপরে একটি মসজিদও নির্মাণ করে তারা।

হারেজ উদ্দিনের ০৯.১৪ একর জমির মধ্যে থেকে কিছু জমি ক্রয় করে রামনগর গ্রামের ছবদুলের ছেলে ছাদিমান, আনোয়ার, আলতাব এবং ছহিরুদ্দিনের ছেলে শওকত। এরাও কেউ তাদের ক্রয়কৃত জমি ভোগদখল করতে পারে না।
সম্পুর্ন রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দুর্বৃত্তরা হারেজ উদ্দিন ও তার উত্তরাধিকারদের নিজ নামিও জমি থেকে ফসল কাটে নেয়া গাছ কেটে নেয়া খড় কেটে নেয়া এবং অবৈধ ভাবে মসজিদ নির্মাণ করে দখলের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে।
৫ আগস্টের পূর্বে দুর্বৃত্তদের নেতৃত্বে ছিলো আওয়ামী লীগের নেতারা। পালাবদলের সাথে সাথে নেতৃত্বে এসেছে বিএনপির নেতারা। কাগজ যার জমি তার আইনে থাকলেও বার-বার সেই জমি থেকে উৎখাত করা হচ্ছে জমির মালিকদের।
রামনগর গ্রামের রহমান আলির ছেলে খলিল জমি দখলকারীদের একজন। তাকে জমি দখলের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। তার কাছে জমির বৈধ কোনো কাগজপত্র নাই বলেও জানান।

রামনগর গ্রামের সাধারণ মানুষ স্বীকার করেন জমির বৈধ মালিক হারেজ

উদ্দিন। গ্রামের কিছু লোক অবৈধভাবে দখল করেছে। হারেজ উদ্দিনের সন্তানরা অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। তাদের বারবার এই জমি নিয়ে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তারা তাদের জমি ফেরত পাক এটাই গ্রামবাসীর চাওয়া।

শুরু থেকেই চিহ্নিত ২১ জন দুর্বৃত্ত এই দখলের সাথে জড়িত।

তারা হলেন – রামনগর গ্রামের মরজেত কামারের ছেলে মান্নান, আব্দুল কাদেরের ছেলে স্বপন, আব্দুর রহমানের ছেলে খলিল, গোলাম রসুলের ছেলে আলছাব, মকলেছ আলির ছেলে আশাফুল, মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে ছালাম, আফফানের ছেলে ইন্তাজ, আফফানের ছেলে শরিফুল, মৃত আফেল কামারের ছেলে রমজান আলী, আনসার আলী আরোর ছেলে সাজেদুল ইসলাম, নাদের কামারের ছেলে সবকুল, শামছুল হকের ছেলে শিপন আলি, বক্কর আলির ছেলে সুজন আলি, মৃত মরজেত আলীর ছেলে ময়নাল, ময়নাল আলীর ছেলে ইজুল, ছব্দুল শাহর ছেলে কুরবান শাহ, মৃত চমৎকারের ছেলে মহিবুল, মৃত মল্লিক এর ছেলে আফফান, আফফানের ছেলে কুদরত আলী, আফফানের ছেলে সাইদ আলী, আফছারের ছেলে নজিমসহ আরো অনেকে।

এরা সকলেই হারেজ উদ্দিনের জমিতে আর কখনো যাবেনা বলে গাংনী থানায় মুচলেকা দেয়। হারেজ উদ্দিনকে তার জমির দখল থেকে কোনোরূপ উচ্ছেদের চেষ্টা, জুলুম, খবরদারী না করার অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে। সূত্র : ফৌজদারী কার্যবিধি ১৪৫ ধারার নোটিশ নম্বর ১৮০/১৬।

গাংনীতে জাভেম মাসুদ মিল্টনের পক্ষে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সব আসামিকে খালাস দেয়ায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নির্দেশনায় গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির একাংশের উদ্যোগে রবিবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিশাল আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের শতশত

নেতাকর্মী অংশ নেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী উপজেলা জাসাসের সভাপতি সেলিম রেজা, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ইনামুল হক, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল আলীম মাস্টার, পৌর যুবদলের নেতা আব্দুল গাফ্ফার, ইমন আহম্মেদ, সজিব আহম্মেদ জনি, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রিপন হোসেন, ছাত্রনেতা নাসিম আহমেদসহ বিভিন্ন অংগ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে বিএনপির আনন্দ মিছিল ও সমাবেশে সাবেক এমপি আমজাদ

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খালাস পাওয়ায় আনন্দ মিছিল করেছেন গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আজ রোববার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি গাংনী উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক বেয়ে হাসপাতাল মোড় ঘুরে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্ত্বরে শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, গ্রেনেড হামলাসহ একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতকে ব্যবহার করে জিয়া পরিবার ও বিএনপিকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল ফ্যাসিস্ট হাসিনা। বর্তমানে আদালত ন্যায় বিচার করার ফলে ফ্যাসিস্টদের দায়ের করা মিথ্যা মামলাগুলো থেকে খালাস পাচ্ছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

আগামী ৭ দিনের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান বিএনপির এই নেতা।

এসময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, সাবেক পৌর কমিশনার ও উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, গাংনী পৌরসভার সাবেক কমিশনার ও বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন আহমেদ বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম কালাম, বিএনপি নেতা আব্দুল গাফফার, সাইফুল ইসলাম, কাজলসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সড়ক দূর্ঘটনায় স্কুল ছাত্রের প্রাণহানি

মেহেরপুরের গাংনীতে দ্রুত গতিতে মটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ হারালো সজিব হোসেন (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্র।

সজিব হোসেন গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের বর্ডারপাড়া এলাকার ফুলবাস হোসেনের ছেলে ও স্থানীয় তেঁতুলবাড়িয়া ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র।

আজ রবিবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাতটার দিকে ধলা-তেঁতুলবাড়িয়া সংযোগ সড়কের মাঠের মাঝখানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য

নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল বলেন, নিহত সজিব হোসেন ধলা গ্রাম থেকে মেসিনের খুচরা যন্ত্রাংশ কিনে মোটরসাইকেল যোগে নিজ গ্রাম তেঁতুলবাড়িয়াতে ফিরছিলেন। গতি বেশী থাকায় দুর্ঘটনাকবলিত এলাকায় গিয়ে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা তাকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃতু ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক সীমা বিশ্বাস জানান, নিহতকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানান তিনি। নিহতের মরদেহ থানায় নেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আলগামন চালক নিহত

নির্মাণাধীন রাস্তার ডিভাইডারের সাথে ধাক্কা লেগে স্যালোইঞ্জিন চালিত আলগামন সড়কের উপর উল্টে চালক আব্দুল আজিজ (৪০) নিহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) সকাল ৮ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান চেরাগীপাড়া নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল আজিজ মুজিবনগর উপজেলার রামনগর গ্রামের আব্দুল খালেক মোল্লার ছেলে। সে আলগামন চালিয়ে কুষ্টিয়া যাচ্ছিলেন। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে গাংনী থানায় নেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল বলেন, সকাল ৮ টার

দিকে নিহত আব্দুল আজিজ আলগামন চালিয়ে মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। বামন্দী বাজারের আদুরে ছাতিয়ান চেরাগীপাড়া নামক স্থানে নির্মাণাধীন রাস্তার ডিভাইডারের সাথে ধাক্কা লেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে বামন্দী ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ফারুক হোসেন তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও রামনগর গ্রামের বাসিন্দা মো. সিরাজুল ইসলাম জানান, আলগামন চালক আব্দুল আজিজ মোল্লা টাইলস নিতে কুষ্টিয়াতে যাচ্ছিলেন।

বামন্দী ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন কর্মকর্তা পরিদর্শক রুবেল রানা বলেন, “রোড ডিভাইডারের সাথে স্যালো ইঞ্জিন চালিত আলগামনের ধাক্কা লেগে চালক আব্দুল আজিজ গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।”

http://

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক ফারুক হোসেন বলেন, “আব্দুল আজিজ মোল্লাকে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।”
স্থানীয়রা জানান, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কটির নির্মাণ কাজ চলছে। মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তাদের তদারকি না থাকায় ও অবহেলায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান যত্রতত্রভাবে নির্মাণ কাজ করছেন। ধারাবাহিকভাবে রাস্তার কাজ না করে মাঝে মধ্যে উচুঁ নিচু করে রেখেছেন। যে কারনে, যানবাহন সঠিকভাবে চলতে পারেনা। এছাড়া নির্মাণ সামগ্রী রাস্তার উপর যত্রতত্র ফেলে রাখায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনায় ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি, বামন্দীর আদুরে ফাঁয়ার সার্ভিস অফিসের কাছেই বালির স্তুপের সাথে ধাক্কা খেয়ে একজন ও গাংনী পল্লী বিদ্যুতের সামনে রাস্তার পাথরের স্তুপে ধাক্কা খেয়ে এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

এছাড়া গাংনী বাজারে রাস্তা নির্মাণ বন্ধ রাখায় দূর্ভোগে পড়ছে পথচারী। সড়ক বিভাগের নিজস্ব জায়গা ফেলে রেখে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় জেলা পরিষদের জায়গা দখল নিতে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মিজানুর রহমান গাংনী বাজারের প্রধান

বাসস্ট্যান্ডের নিকট প্রায় ২০০ ফিট রাস্তার নির্মাণ কাজ বন্ধ রেখেছেন।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, সড়ক বিভাগের এসডিই মিজানুর রহমান এর আগে জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি শহিদুল ইসলামের প্ররোচনায় গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারে বিএনপি নেতা আজগর আলীর নিজস্ব জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা করেছিল।

তেরাইল বাজারে নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ রেখে জনদুর্ভোগ বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। পরে ওই বিএনপি নেতা আদালতে মামলা দেওয়ার পর দখলদারিত্ব থেকে সরে আসেন তিনি। পরে সেখানে রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ করেন।

তিন বছরেও শেষ হয়নি ভবন কাজ, লাপাত্তা ঠিকাদার

সময় সীমা তিন বছর পার হলেও শেষ হয়নি ভবন নির্মানের অনেক কাজ। ভবন হস্তান্তর না পেয়ে পুরাতন ভবনে গাদাগাদি করে ক্লাশ করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এতে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে দাবী শিক্ষার্থীসহ শিক্ষকদের। এদিকে নির্মান কাজের অনেক বাকী থাকলেও , অতিরিক্ত ৩২ লাখ টাকা তুলে নিয়ে লাপাত্তা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। তবে এসবের দায় নিচ্ছেন না শিক্ষা প্রোকৌলী বিভাগ। এমন তথ্য পাওয়া গেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার করমদি দারুসুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার বহুতল ভবন কাজে।

২০২১ সালে কাজ শেষ হবার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। হস্তান্তর হয়নি মাদ্রাসা ভবন। এক প্রকার বাধ্য হয়ে পরিত্যক্ত ভবনে ও মেঝেতে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। অভিযোগ রয়েছে, জেলা শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী সার্বিক সহযোগিতায় অতিরিক্ত বিল দেয়া হয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে। তবে এসবের দায় নিতে চান না বর্তমান জেলা শিক্ষা প্রকৌশলী।

প্রাপ্ত তথ্য মতে. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মাদ্রাসা উন্নয়ন প্রকল্পে

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী গোলাম মুস্তাকিন জানান, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান লোকজন দুই থেকে তিনটি কাজ নেওয়ার ফলে এই বিল্ডিং এ কাজ করতে পারেননি। নিজের কিছুটা দায় গাফেলতি স্বীকার করে সংবাদটি প্রচার না করার অনুরোধ জানান সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী রাকিবুল আহসান বলেল, যোগদানের পর থেকে একাধিকবার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে দ্রুত কাজটি শেষ করার জন্য। সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী কি কারণে অতিরিক্ত ৩২ লাখ টাকা বিল দিয়েছেন বিষয়টি আমার জানা নেই। এ দায়ভার আমি নিতে চাই না বলে জানান বর্তমান এই নির্বাহী প্রকৌশলী।

গাংনীতে পিএসকেএসের উদ্যোগে বিনামূল্যে মৎস্য উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে বেসরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতির অধীনে সদস্যেদের মাঝে অফ ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস মাছের পোনাসহ চাষের উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে সংগঠিত সমিতির ২৫ জন সদস্যের মাঝে সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের উত্তম ব্যবস্থাপনায় অফ- ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস মাছ চাষ প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ করা হয়।

উক্ত উপকরণ বিতরণে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সহকারি পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোহাঃ সাইফুল ইসলাম, বামুন্দি শাখা ব্যবস্থাপক মোহাঃ মনিরুল ইসলাম, পিএসকেএসের মৎস্য কর্মকর্তা মোহাঃ ইকরামুল হাসান ও সহকারি মৎস্য কর্মকর্তা মো: খালেদ কবির।

গাংনীতে দিনব্যাপি “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপ, প্রেক্ষিত গাংনী উপজেলা’ অনুষ্ঠিত

“স্থানীয় পর্যায়ে শান্তি-সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে বৈষম্যহীন সমাজ, পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস আর সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই।’

আজ মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিস চত্তরে আয়োজিত “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপ, প্রেক্ষিত গাংনী উপজেলা’ আয়োজিত শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপে এসব কথা বলেন অংশগ্রহণকারী ভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তারা।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগীতায় পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী উপজেলা শাখা দিনব্যাপি এই সংলাপের আয়োজন করে।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) গাংনী শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংলাপ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও পিএফজির উপদেষ্টা সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলাম’র গাংনী উপজেলা শাখার সূরা সদস্য ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান সংগ্রাম, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন,বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) গাংনী শাখার সাধারণ সম্পাদক ও করমদি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা শাখা জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজি আব্দুল লতিফ, বিএনপি নেতা ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার

আলী কানন, পিএফজির গাংনী উপজেলা শাখার সমন্বয়ক রফিকুল ইসলাম বকুল, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি কমরেড হাসেম আলী, গাংনী মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জাহিদুর রহমান, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব সাদ্দাম হোসেন, স্থানীয় স্কুল শিক্ষক আকলিমা খাতুন। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপে” অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের যশোর অঞ্চলের সমন্বয়ক খোরশেদ আলম, যশোর অফিসের সমন্বয়ক গিয়াস উদ্দীন প্রমুখ।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে সংলাপ অনুষ্ঠানের বক্তারা আরও বলেন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভ্রাত্তত্ববোধ বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরী হলে স্থানীয় পর্যায়ে আইনের শাসনও প্রতিষ্ঠিত হবে, এতে বন্ধ হবে সমাজের অস্থিরতা ও সহিংসতা।

তাঁরা আরও বলেন, সমাজের কিছু ধর্মান্ধ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে ভিন্ন ধর্মালম্বীদের ওপর উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টা করে। এসব উস্কানিদাতাদের চিহিৃত করে সকলে মিলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সকল রাজনৈতিক দল, সকল ধর্মের ও শ্রেণী পেশার মানুষের সম-অধিকার, সুযোগের সমতা ও সমমর্যাদা গড়ে তুলতে হবে।

সংলাপে উপস্থিত গাংনী মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জাহিদুল ইসলাম ও হিন্দু ধর্মীয় নেতা অশোক চন্দ্র বিশ্বাস উভয়ই বলেন, ‘সব ধর্মের মূল বাণী হচ্ছে মানবকল্যাণ।

সাম্প্রতিক সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব “স্বারদীয় দূর্গোৎসব” বাংলাদেশের সংকাবিহীনভাবে পালনের উজ্জল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তাঁরা বলেন, এদেশের সকল ধর্মের মানুষ এক সাথে পূজা

উৎযাপন করেছে। যা আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে বিদ্যমান অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই আমাদের এই ধর্মীয় মূল্যবোধকে দেশ ও জনকল্যাণে কাজে লাগাতে হবে ।

অনুষ্ঠানে বৈষম্য বিরোধী দুই ছাত্রনেতা মোজাহিদ ও সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সমাজে বিদ্যমান সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য অটুট রাখতে হবে।’

গাংনীতে সুজনের উপজেলা কমিটি গঠন

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজনের) গাংনী উপজেলা সম্মেলন ও কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শনিবার(২৩ নভেম্বর) দুপুরে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গাংনী এরিয়া অফিসে আয়োজিত সম্মেলনে করমদি ডিগ্রী কলজের শিক্ষক ও সুজনের উপজেলা শাখার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টুর সভাপতিত্বে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীনের এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সুজনের জেলা সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন ।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসী ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সুজনের জেলা শাখার যুগ্ন সম্পাদক সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুল, নাগরিক কমিটির আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবু্ব আলম, গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মহিবুর রহমান মিন্টু, বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলীমুজ্জামান ও কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক আক্তারুজ্জামান লাভলু।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আগামী দুই বছরের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হককে সভাপতি ও করমদি ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক আবু সাদাদ মোহাস্মদ সায়েম পল্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট গাংনী উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি মহিবুর রহমান মিন্টু, দিলরুবা খাতুন, যুগ্ম সম্পাদক বাশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলীমুজ্জামান, করমদি ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মোস্তাফিজুর রহমান মনি, সাংগঠনিক সম্পাদক আক্তারুজ্জামান লাভলু, কোষাধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম শাওন ও প্রচার সম্পাদক আঃ হাদি।